সন্তানের তরবিয়তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শ

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আমাদের জীবনসঙ্গিনী এবং আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের চোখের মণি (স্নিগ্ধতা) বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম (অগ্রগামী) বানিয়ে দাও।' *(সূরা ফুরকান ২৫ঃ৭৫)*

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন– "কোন মহিলাকে বিয়ে করতে গিয়ে মূলতঃ চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়। তার সম্পদ দেখা হয়, না হয় তার পারিবারিক মর্যাদা দেখা হয়, না হয় তার রূপ সৌন্দর্য্য দেখা হয়, আর না হয় তার ধার্মিকতা দেখা হয়। এই চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোন মহিলাকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু তোমার উচিৎ ধর্মের দিকটাকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ্ তা'লা মঙ্গল করুন, তুমি ধার্মিক মহিলা পাও"। *(বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন ঃ
"আমি মানুষের সন্তান লাভের আগ্রহ দেখে আশ্চর্য হই, কে জানে সন্তান কেমন হবে। যদি সন্তান ন্যায়পরায়ণ হয়, মানুষের কিছু উপকার হবে। সন্তান যদি এমন হয় যার দোয়া আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় তাহলে পরকালে উপকৃত হতে পারে।.... সন্তান লাভের আকাঙ্খা কেবল তখনই সঠিক হবে যখন সন্তান ন্যায়পরায়ণ হবে। আল্লাহ্র অনুগত বান্দা (দাস) হবে"। (মলফুযাত ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন ঃ
"সন্তান লাভের আকাঙ্খা কেবল এই নিয়্যতে হওয়া উচিৎ যে, সে ধার্মিক হবে, মুত্তাকী তথা খোদাভীরু হবে, খোদার অনুগত হয়ে ধর্মের সেবক হবে।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন ঃ
"কেউ যদি বলে যে, আমি সৎকর্মশীল, খোদাভীরু, ধর্মের সেবক সন্তান কামনা করি; তাহলে তাকে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। কিন্তু সে যদি নিজের আমলে পরিবর্তন না আনে তাহলে সেটি কেবল তার মৌখিক দাবি হবে। যদি সে মুখে বলে ন্যায় পরায়ণ সন্তান চাই কিন্তু সে নিজে অবাধ্যতা, নাফরমানি এবং গুনাহময় জীবন যাপন করে তাহলে সে নিজের দাবিতে মিথ্যাবাদী। সৎকর্মশীল ন্যায়পরায়ণ মুত্তাকী সন্তান লাভের আকাঙ্খা করার পূর্বে তার নিজের মধ্যে সংশোধন আনা আবশ্যক"। *(মলফুযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬০-৫৬১)*

তিনি (আ.) বলেছেনঃ
"যদি কেউ সন্তান নিতে চায় তার উচিত নিয়্যত করা এবং এই দোয়া করা "وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا"

অর্থাৎ আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম (অগ্রগামী) বানাও। এমন নিয়্যত করলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর মত সন্তান দান করার ক্ষমতা রাখেন"। (মলফুযাত ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৭৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সীরাত পাঠ করলে দেখা যায় সেখানে এমন উদাহরণ আছে যে, একজনের সন্তান ছিল না কিন্তু হযরত (আ.)-এর কথামত তওবা করার পর তিনি নেক সন্তান লাভ করেছেন।

হযরত (আ.) বলেছেন– সন্তান লাভের দোয়ার ক্ষেত্রে কেবল ধার্মিক ও ধর্মের সেবক সন্তান লাভের দোয়া করা উচিত। এমন মহিলাকে বিয়ে করবে যার বেশি সন্তান হয় এবং সত্যিকার অর্থে ধর্মের সেবক সন্তান যেন হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শ এবং তাঁর উপদেশ এই যে, বাবা মায়ের একান্ত ইচ্ছা থাকতে হবে, প্রবল আকাঙ্খা থাকতে হবে যেন নেক সন্তান লাভ হয়। তারপর বাবা-মা সবসময় সৎকর্ম এবং ইবাদতকে প্রাধান্য দিবে। আর নিজ সন্তানের জন্য দোয়া করে যাবে যে, ইয়া আল্লাহ্! আমার সন্তান যেন ন্যায়পরায়ণ, ইবাদতগুযার, ধর্মের সেবক হয়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া কবুল করেছেন। আহমদীদের দোয়াও আল্লাহ্ কবুল করেন। কেউ যদি কেবল আকাঙ্খা করে আর মুখে বলে যে, নেক সন্তান চাই অথচ সময়মত নামায পড়ে না, নফল নামাযে দোয়া করে না তাহলে বেশি কিছু আশা করা যায় না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকল সন্তানের জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্ ইলহাম করে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন। তারপরও হযরত (আ.) সবসময় দোয়া করতেন।

তিনি (আ.) বলেছেন– "আমার তো অবস্থা এই যে, এমন কোন নামায নেই যেখানে আমি বন্ধুদের জন্য, নিজ সন্তানদের জন্য এবং আমার স্ত্রীর জন্য দোয়া করি না।" *(মলফুযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬২)*

হযরত আকদাস (আ.) রচিত কবিতার মাঝে অনেক দোয়ার কথা আছে,

سب کام تو بنائے لڑکے بھی تجھ سے پائے
سب کچھ تیری عطاء ہے گھر سے تو کچھ نہ لائے

তুমি আমার সমস্ত কাজ করে দিয়েছ, পুত্র সন্তানও তোমা থেকে পেয়েছি,
সবই তোমার দান- নিজ গৃহ থেকে তো কিছুই আনি নি।

تو نے ہی میرے جانی خوشیوں کے دن دکھائے
یہ روز کر مبارک سُبْحٰنَ مَنْ یَّرَانِیْ

তুমিই আমাকে আমার খুশির দিন দেখিয়েছ,
এ দিন মোবারক কর হে পবিত্রতম! যিনি আমাকে দেখছেন।

کر ان کو نیک قسمت دے ان کو دین و دولت
کر ان کی خود حفاظت ہو ان پہ تیری رحمت

এদেরকে সৌভাগ্যবান বানাও এদেরকে দ্বীন ও দওলত দাও, তুমি (হে আল্লাহ্!) নিজেই এদের হেফাযত কর, এদের উপর তোমার রহমত হোক

دے رشد اور ہدایت اور عمر اور عزت
یہ روز کر مبارک سُبْحٰنَ مَنْ یَّرَانِیْ

এদেরকে সুবুদ্ধি, হেদায়েত, দীর্ঘায়ু এবং সম্মান দান কর,
এ দিন মোবারক কর হে পবিত্রতম! যিনি আমাকে দেখছেন।
(দূররে সমীন উর্দু)

হযরত (আ.) বলেছেন :
"সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়ার বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা আছে। ------ আমি বিশেষভাবে কয়েকটি দোয়া নিয়মিত করে থাকি। প্রতিদিন প্রথমত: নিজের জন্য দোয়া করি, হে খোদা আমার দ্বারা এমন কর্ম সম্পাদন করাও যদ্বারা তোমার সম্মান ও প্রতাপ প্রকাশ পায় এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। দ্বিতীয়ত: আমার গৃহবাসিনীর (স্ত্রী) জন্য দোয়া করি যেন তাঁর কাছ থেকে সর্বদা পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করতে পারি এবং তিনি যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথে চলতে থাকেন। তৃতীয়ত: নিজ সন্তানের জন্য দোয়া করি তারা যেন সবাই ধর্মের সেবক (খোদ্দাম) হয়"। *(মলফুযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৯)*

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানি (রা.) বর্ণনা করেছেন :
"হযরত (আ.) নিজ সন্তানদের সাথে যেমন ব্যবহার করতেন অন্যদের সাথেও তেমন ব্যবহার করতেন। আপন ও পরের পার্থক্য করতেন না"। *[সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), পৃষ্ঠা: ৩৮৬]*

হযরত (আ.) নিজ সন্তানদেরকে আদব কায়দা শেখাতেন, এ সম্বন্ধে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেছেন :
"একদিন খেলার সময় তিনি (মিয়া বশীর) মির্যা নিযাম দ্বীন সাহেবের বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, ঐ দেখ মির্যা নিযাম দ্বীনের বাড়ি। একথা শোনা মাত্র হযরত (আ.) নিজ সন্তান হযরত মিয়া বশীরকে নিষেধ করে বললেন, তিনি তোমার চাচা। এভাবে তাঁর নাম উচ্চারণ করো না। মির্যা নিযাম দ্বীন হযরত (আ.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তিনি হযরত (আ.)-এর বড় শত্রু ছিলেন। হযরত (আ.)-কে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। এমনকি শেষ পর্যায়ে হযরত (আ.)-এর প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। *(সীরাতুল মাহ্দী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮, রেওয়ায়েত নম্বর ৩৮)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড় মেয়ে হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) লিখেছেন ঃ
"নবাব আমাতুল হাফিজ বেগম [হযরত (আ.)-এর ছোট মেয়ে] অনেক ছোট ছিলেন। কোন মূর্খ চাকরাণীর মুখ থেকে একবার একটি গালি শুনেছিলেন। হযরত (আ.)-এর সামনে তিনি ঐ গালি উচ্চারণ করেছিলেন। হযরত (আ.) তা শুনে খুব অসন্তুষ্ট হন আর বলেন, ছোট্ট বয়সে কোন শব্দ যদি কোন শিশুর মাথায় একবার স্থান করে নেয় তাহলে সেটি সংরক্ষিত হয়ে যায়, অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত তা তার মাথায় থেকে যায়। শিশুদের কোন মন্দ কথা যেন কখনো শেখানো না হয়।" *(তাহরিরাতে মোবারেকা, পৃষ্ঠা: ২৮৯)*

হযরত নবাব মোবারেকা বেগম (রা.) লিখেছেন :
"আব্বাজান [মসীহ্ মওউদ (আ.)] দোয়ার উপর খুব জোর দিতেন। সেকথা আমার খুব স্মরণ আছে। এমন মনে হয় যে, হযরত (আ.)-এর এটিও একটি জরুরী কর্তব্য ছিল। আমাকে অনেক সময় বলতেন, রাতে যখনই তোমার ঘুম ভাঙ্গে তুমি দোয়া করবে। এটি তোমার তাহাজ্জুদ হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত আমার এই অভ্যাস রয়ে গেছে। যখনই রাতে ঘুম ভাঙ্গে আমার মুখে দোয়া এসে যায়।" *(তাহরিরাতে মোবারেকা, পৃষ্ঠা ২১৭)*

হযরত মোবারেকা বেগম লিখেছেন:
"আমি খুব ছোট দিলাম, হযরত (আ.) অনেক সময় তাঁর কাজের জন্য আমাকে দোয়া করতে বলতেন। চিন্তা করুন, তিনি কত বড় বুযুর্গ আর আমি কত ছোট খুকি। তারপরও আমাকে দোয়ার জন্য বলতেন। তিনি চাইতেন আমরাও যেন দোয়া করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। *(তাহরিরাতে মোবারেকা, পৃষ্ঠা: ৬৬)*

হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) আরো বলেন– "অনেক সময় কোন কারণে বা অসুস্থ্যতার কারণে উঠতে পারি না, কিন্তু অভ্যাস মত দোয়া করি। দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি"। *(তাহরিরাতে মোবারেকা, পৃষ্ঠা ২৭০)*

হযরত (আ.) শিশু সন্তানদের কাশ্‌ফ বা সত্য স্বপ্নকে গুরুত্ব দিতেন। হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) বলেছেন, 'আমি স্বপ্ন দেখে হযরত (আ.)-এর কাছে বর্ণনা করেছি। হুযুর (আ.) তাঁর নোট বুকে তা লিখে নিয়েছেন।' *(বারাকাতে খেলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮১)*

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.)-ও এমন কথাই লিখেছেন যে, 'হযরত আকদাস (আ.) ছোটদের স্বপ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং লিখে নিতেন।' *(সীরাতুল মাহ্‌দী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:২৩, রেওয়ায়েত নম্বর ৩০)*

হযরত (আ.) অল্প বয়সে শিশুদের রোযা রাখতে দিতেন না। একবার হযরত নবাব মোবারেকা বেগম (রা.) রোযা রেখেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ১০ বছর। হযরত (আ.) যখন জানতে পারলেন তখন তাঁর রোযা খুলে দিলেন। তাঁর সাথে তাঁর সাথী সালেহা বেগমকেও রোযা খুলে ফেলতে বললেন। *(তাহ্‌রিরাতে মোবারেকা, পৃষ্ঠা:২১৩)*

ছোট ছেলেমেয়েরা ভুল করলে মারপিট করা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) সঠিক মনে করতেন না। হযরত (আ.) বলেছেন– "শিশুদের মারধর করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। মারধর করে তরবিয়ত করার চেষ্টার অর্থ নিজেকে রুবুবিয়্যাতের অংশীদার মনে করা। (রব্ব অর্থাৎ রবুবিয়্যাত আল্লাহ্‌র এখতিয়ার) শাস্তি দেয়ার চিন্তা না করে যদি সে দোয়ারত হয় আর আল্লাহ্‌র দরবারে বিগলিতচিত্তে ও কেঁদে কেঁদে দোয়া করে তাহলে ভাল হয়। **আল্লাহ্ তা'লার কাছে সন্তানদের পক্ষে বাবা মায়ের দোয়াকে গ্রহণযোগ্যতা দেয়া হয়েছে।**" *(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮-৩০৯)*

শিশুরা বাল্যকালে বাবা মাকে অনেক প্রশ্ন করে আর বার বার প্রশ্ন করে। অনেক সময় বাবা-মা অধৈর্য্য হয়ে ধমক দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ধৈর্য্যের সাথে শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কখনো বিরক্ত হতেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সন্তানদেরকে মুসলমান বুযুর্গগণের ঐতিহাসিক ঘটনা শোনাতেন। *(সীরাতে তাইয়্যেবা, হযরত মির্যা বশীর আহমদ, পৃষ্ঠা: ৩৬ ; সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), লেখক মৌলভি আব্দুল করীম শিয়ালকোটী, পৃষ্ঠা: ৭৩)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবনে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যা ঈমানবর্ধক ও তরবিয়তমূলক, কিন্তু এত ছোট প্রবন্ধে এর বেশি বর্ণনা করা সম্ভব না। হযরত (আ.)-এর মূল অস্ত্র ছিল দোয়া। শুধু তরবিয়তের জন্য নয়, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং বিধর্মীদের সাথে ধর্মযুদ্ধের ময়দানে জয় লাভ করা এবং তাঁর (আ.)-এর শত্রুদের বিপক্ষে জয়যুক্ত হওয়ার একমাত্র অস্ত্র ছিল দোয়া। উঠতে-বসতে, শয়নে-জাগরণে সবসময় সকল কিছুর জন্য তিনি দোয়া করতেন। আমাদের কর্তব্য হযরত (আ.)-এর জীবনী পাঠ করা এবং তাঁর বই পড়া।

হযরত (আ.)-এর আরো দু-একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এখানেই শেষ করছিঃ হযরত (আ.) বলেছেন– "সন্তানদের মেহমান মনে করা উচিত। খুব আদর যত্ন করা উচিত। তাদের মন রক্ষা করা উচিত কিন্তু খোদা তা'লাকে সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। সন্তান কী দিতে পারে? খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক"। *(মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১৯)*

পরিবেশ অনেক বড় বিষয়। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। কাদিয়ানের পরিবেশ আহমদীদের জন্য সহায়ক ছিল। আহমদীরা ছিলেন, ভিন্নধর্মাবলম্বীগণ ছিলেন। আহমদীদের পরিবেশ ভিন্ন ছিল। আমাদের বাড়ি বা মহল্লার পরিবেশ সেরকম বানাতে হবে। আহমদীদের নিয়মিত মসজিদে যেতে হবে। মসজিদ না থাকলে নিজ বাড়ি বা বাসায় ওরকম পরিবেশ বানাতে হবে। নিয়মিত বাজামাত নামায আদায় করতে হবে এবং ফজরের পর, মাগরিবের পর ও এশার পর দরসের ব্যবস্থা করতে হবে। এম.টি.এ দেখার ব্যবস্থা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামাযের জন্য সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলতেন– "নামাযগুলো খুব সুন্দর করে মনোযোগ সহকারে পড়বে"। *(সীরাতুল মাহ্‌দী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৬)*

হযরত (আ.) আরো বলেছেন– "কারো যদি সালেহ্ (সৎকর্মশীল, ন্যায়পরায়ণ) সন্তান হয়ে থাকে, তার তো কোন দু:চিন্তা থাকতে পারে না। খোদা তা'লা স্বয়ং বলেছেন :

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

'তিনি সালেহীনদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন।' অর্থাৎ খোদা তা'লা সালেহ্‌গণের (পুণ্যবানদের) সকল দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু সন্তান যদি হতভাগ্য বা দুর্ভাগা হয় তাহলে লক্ষ টাকা তার জন্য রেখে গেলেও সে ঐ সমস্ত টাকা অপকর্মে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়ে রিক্ত হস্ত হয়ে যাবে এবং বড় বিপদ ও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বে- এটি তার জন্য অবধারিত। *(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪৪)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন: "হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা সন্তানদের পক্ষে বাবা মা'র দোয়া কবুল করেন।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে দোয়ারত থাকার তৌফিক দান করুন। (আমীন)